বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি ২০১৯
সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ

RMMRU

তাসনিম সিদ্দিকী

বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি ২০১৯
সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ

সূচনাঃ

২০১০ সাল হতে রামরু প্রতি বছর অভিবাসন ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন অর্জন এবং চ্যালেঞ্জ নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে আসছে। ২০১৯ এর এই প্রতিবেদন রামরু-র দশম প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে রামরু অভিবাসনের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণের ১০ বছর উদযাপন করছে।

৭টি ভাগে বিভক্ত এই প্রতিবেদনটির প্রথম অংশে উপস্থাপিত হয়েছে ২০১৯ সালের অভিবাসন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে ২০১৯ সালের অভিবাসনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী। তৃতীয় অংশে মূল্যায়ণ করা হয়েছে সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম। চতুর্থ অংশে পর্যালোচিত হয়েছে অভিবাসন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কর্মকান্ডে বাংলাদেশ। পঞ্চম অংশে উপস্থাপন করা হয়েছে ২০১৯ সালে অভিবাসন বিষয়ে নাগরিক সমাজের ভূমিকা। ষষ্ঠ অংশে অভিবাসনে নতুন গবেষণালব্ধ জ্ঞান তুলে ধরা হয়েছে এবং সব শেষ অংশে কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

১. বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন ২০১৯

১.১ পরিসংখ্যান

বিএমইটির তথ্য অনুযায়ী ২০১৯ সালে মোট ৭,০০,১৫৯[১] জন বাংলাদেশি কর্মী উপসাগরীয় ও অন্যান্য আরব দেশ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে অভিবাসন করেছে। এ বছর অভিবাসনের প্রবাহ গত বছরের তুলনায় প্রায় ৫% কমে গেছে। পূর্ববর্তী বছর অর্থাৎ ২০১৮ সালে মোট ৭,৩৪,১৮১ জন কর্মী বাংলাদেশ থেকে কর্মের উদ্দেশ্যে বিদেশে অভিবাসন করেছিল।

১৯৭৬ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ১,২৮,৯৯২৮৩[২] জন কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে অভিবাসন করেছে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, বর্তমানে ১ কোটি ২৮ লক্ষ বাংলাদেশী বিদেশে কর্মরত আছে। বাংলাদেশী অভিবাসীরা মূলত স্বল্পমেয়াদী চুক্তিভিত্তিক কর্মী; চুক্তি শেষে তাদের দেশে ফিরে আসতে হয়। বাংলাদেশে ফিরে আসা অভিবাসীদের তথ্য সংরক্ষণের কোন প্রক্রিয়া নেই। ফলে বর্তমানে মোট কত জন কর্মী বিদেশে অবস্থান করছে তা জানার কোন উপায় নেই। তাছাড়া সর্বমোট অভিবাসনের দেশের সংখ্যা ১৭৩ হলেও ৯৫ ভাগ অভিবাসী মূলত ১৪-১৫টি দেশেই অভিবাসিত হয়, বাকি দেশগুলোতে সামান্য কিছু কর্মী যেয়ে থাকে।

১.২ নারী অভিবাসন ২০১৯

২০১৯ সালে মোট ১,০৪,৭৮৬[৩] জন নারী কর্মী কর্মের উদ্দেশ্যে বিদেশ গেছে। যা ২০১৮ সালের তুলনায় ৩.০৪% বেশি। রামরু-র এক সমীক্ষায় দেখা গেছে নারী কর্মীদের গড় বয়স ২৭ বছর। তাদের ৭০ ভাগ বিবাহিত, ৩০ ভাগের মতো তালাকপ্রাপ্ত এবং বিধবা।

১.৩ গন্তব্য দেশ

বিএমইটির তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে বেশির ভাগ স্বল্পমেয়াদী চুক্তিভিত্তিক কর্মী মূলত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে অভিবাসন করে। এ বছরও তার ব্যতিক্রম নয়। ২০১৯ সালে মোট অভিবাসীর প্রায় ৮২ শতাংশ উপসাগরীয় এবং অন্যান্য আরব দেশে অভিবাসন করেছে। বাকি ১৮ শতাংশের বেশিরভাগ দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও অন্যান্য দেশে অভিবাসন করেছে।

২০১৯ সালে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কর্মী অভিবাসন করেছে সৌদি আরবে। এ বছরের দেশটিতে ৩,৯৯,০০০ জন কর্মী গিয়েছে যা এ বছরের মোট প্রেরিত কর্মীর ৫৬.৯৯%। ওমান এ বছরে শ্রম গ্রহনকারী দেশের মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। ২০১৯ সালে মোট ৭২,৬৫৪ জন শ্রমিক অভিবাসন করেছে ওমানে যা মোট অভিবাসন প্রবাহের ১০.৩৮%। কাতার এ বছরে শ্রম গ্রহনকারী দেশের মধ্যে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। ২০১৯ সালের মোট ৫০,২৯২ জন অভিবাসী কাতারে গেছে যা মোট অভিবাসন প্রবাহের ৭.১৮% । চতুর্থ শ্রম গ্রহনকারী রাষ্ট্র হচ্ছে সিঙ্গাপুর। এ বছরে ৪৯,৮২৯ জন (৭.১২%) অভিবাসী দেশটিতে গিয়েছে। ১২,২৯৯ জন শ্রমিক গ্রহন করে পন্চম অবস্থানে আছে কুয়েত যা মোট অভিবাসন প্রবাহের ১.৭৬%।

---

[1] বিএমইটি ওয়েবসাইট

[2] বিএমইটি ওয়েবসাইট

[3] বিএমইটি ওয়েবসাইট

ওমান, কাতার সিঙ্গাপুর এই তিনটি দেশে অভিবাসী গমনের সংখ্যা কাছাকাছি। সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকার বাংলাদেশ থেকে পুরুষ শ্রমিকদের অভিবাসনের ওপর নিষেধাজ্ঞা এখনো বহাল রেখেছে। ২০১৮ সালে মালয়েশিয়া ছিলো দ্বিতীয় বৃহত্তম শ্রম গ্রহনকারী দেশ। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ থেকে ১,৭৫,৯২৭ জন শ্রমিক অভিবাসন করেছিল মালয়েশিয়াতে। কিন্তু দু:খজনকভাবে মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যকার জিটুজি প্লাস চুক্তি বাতিল হয়ে যাওয়ায় মালয়েশিয়া ২০১৯ সালে বাংলাদেশ থেকে কর্মী গ্রহণ করছে না। তবে জিটুজি প্লাস সিন্ডিকেট বাতিল হওয়ার পূর্বে যারা ওয়ার্ক পারমিট পেয়ে ছিলো শুধু তারাই ২০১৯ সালে মালয়েশিয়ায় অভিবাসন করতে পেরেছে। ২০১৯ সালে মাত্র ৫৪৫ জন কর্মী মালয়েশিয়ায় অভিবাসন করেছে।

নারী অভিবাসীর ক্ষেত্রেও সৌদি আরবই প্রধান গ্রহীতা রাষ্ট্র। এ বছর দেশটিতে ৬২,৫৭৮জন নারী কর্মী অভিবাসিত হয়েছে। এই সংখ্যা মোট নারী অভিবাসীর ৫৯.৭২%। এছাড়াও ১৯,৭০৬ জন নারী কর্মী জর্ডানে ও ১২,২২৬ জন নারী কর্মী ওমানে অভিবাসীত হয়েছে। মূলত ৯০% নারী কর্মী গেছে এই ৩টি দেশেই।

অন্যান্য বছরগুলোর মত এবছরেও দেখা যাচ্ছে গ্রহণকারী রাষ্ট্র তালিকায় একটি কি দুটি দেশের আধিপত্য। এক কি দুই দেশ কেন্দ্রিক বাজার ব্যবস্থার অসুবিধা হলো সেই দেশ কোন সমস্যা বা বিপর্যয়ের মুখোমুখি পড়লে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারও বিপদের মুখে পড়ে যায়।

১.৪ উৎস এলাকা

পূর্ববতী বছরগুলোর ন্যায় ২০১৯ সালে সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক অভিবাসন হয় কুমিল্লা জেলা থেকে। এ বছরে মোট ৬৬,৩৩৫ জন কর্মী এই জেলা থেকে অভিবাসিত হয় যা মোট অভিবাসনের প্রায় ৯.৪৭%। এবছরেও দ্বিতীয় উৎস হিসেবে বি.বাড়িয়া জেলা থেকে ৪১,৪৫৫ জন (৫.৯২%) এবং তৃতীয় জেলা হিসেবে চট্টগ্রাম থেকে ৩৪,৮৮৭ জন (৪.৯৮%) কর্মী অভিবাসিত হয়েছে। গত বছর টাঙ্গাইল ছিল তৃতীয় অবস্থানে, এবারে এই জেলাটি চতুর্থ অবস্থানে চলে গেছে। এ জেলা থেকে ৩৪,০৭৬ জন অভিবাসিত হয়েছে যা মোট অভিবাসনের প্রায় ৪.৮৭%। এ বছরও আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে পার্বত্য জেলাসমূহে কোন পরিবর্তন হয় নি। ২০১৯ সালে মাত্র ৪২৩ জন অভিবাসন করেছে বান্দরবান থেকে যা মোট অভিবাসনের মাত্র (০.০৬%), ৮০৬ জন খাগড়াছড়ি থেকে যা মোট অভিবাসনের মাত্র (০.১২%) এবং ৫০৪ জন রাঙ্গামাটি থেকে যা মোট অভিবাসনের মাত্র (০.০৭%)। পার্বত্য এলাকা হতে যে অভিবাসন হচ্ছে তা মূলত ঐ এলাকায় বসবাসরত বাঙ্গালী জনগোষ্ঠি হতে।

১.৫ দক্ষতাভিত্তিক শ্রেণীকরণ (Classification of skill)

দক্ষ কর্মীর সৃষ্টির জন্য বিএমইটির অধীনে ৬৪টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি) সহ ৬টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে সরকার ৫৫টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। ২০১৯ সালে টিটিসিগুলোতে আধুনিকায়নে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিএমইটি দক্ষতা অনুযায়ী অভিবাসী কর্মীদের চারভাগে ভাগ করে থাকে। সে অনুযায়ী ২০১৮-২০১৯ অর্থবছওে বাংলাদেশ থেকে ২,০৭৩ জন পেশাজীবী (১%), ২৫২,৮৬২ জন দক্ষ (৪৪%), ২৭,০০৭ জন আধাদক্ষ (১৪%) এবং ৩৭৭,১০২ জন স্বল্পদক্ষ (৪১%) কর্মী হিসেবে বিদেশ গেছে।

২০১৯ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণের উদ্দেশ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ জাপানের সাথে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরকারী নবম দেশ। এই চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশ থেকে জাপান আগামী ৫ বছরে মোট ৩ লক্ষ ৪২ হাজার কর্মী নেবে। তবে জাপানে কর্মী প্রেরণের অন্যতম শর্ত হলো জাপানী ভাষা জ্ঞান। IM Japan (International Manpower Development Organization) এর সহায়তায় বিএমইটির মাধ্যমে সরকারিভাবে ২০১৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ১৮৩ জন কর্মী জাপানে গেছে। (সূত্র: বিএমইটি)

১.৬ রেমিটেন্স

বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী ২০১৯ সালে অভিবাসী শ্রমিকেরা ১৮.৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স প্রেরণ করেছে। গত বছরের তুলনায় রেমিটেন্স এর পরিমান ১৭.৯৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। রেমিটেন্স বাড়ায় বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ সন্তোষজনক অবস্থায় রয়েছে। ২০১৯ সালে রিজার্ভের পরিমান মোট ৩৮.৫০[৪] বিলিয়ন ডলার। এ বছর নভেম্বর পর্যন্ত সর্বাধিক রেমিটেন্স এসেছে সৌদি আরব থেকে (১৯.৮৭%)। এর পরপরই যথাক্রমে সংযুক্ত আরব আমিরাত (১৪.৯৯%), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১১.২৫%), কুয়েত (৮.৬৫%), মালয়েশিয়া (৬.৯৯%), এবং মার্কিন যুক্তরাজ্য (৭.৬৬%)। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী ২০১৯ সালে নভেম্বর পর্যন্ত সর্বোচ্চ রেমিটেন্স আহরণকারী ব্যাংক হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক। যার চলতি বছরের নভেম্বর

[4] https://www.bb.org.bd/econdata/intreserve.php

পর্যন্ত রেমিট্যান্স আহরণের পরিমাণ ৩১০৮.৮৬ (১৮.৬৫%) মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর পরের স্থানগুলোতে রয়েছে ডাচ বাংলা ব্যাংক লি: ১৭৬৫.১১ (১০.৫৯%) অগ্রণী ব্যাংক ১৬০৬.১৮ (৯.৬৪%) মিলিয়ন, সোনালী ব্যাংক ১১২৩.০৬ (৬.৭৪%) মিলিয়ন এবং জনতা ব্যাংক ৮১৩.১৮ (৪.৮৮%) মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২. অভিবাসন খাতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

২.১ সৌদি আরব থেকে অপ্রত্যাশিত নারী কর্মী প্রত্যাবর্তন

২০১৯ সালে মোট ৬২,৫৭৮ জন নারীকর্মী সৌদিআরবে অভিবাসন করেছে। এর মধ্যে নিগ্রহের শিকার হয়ে বেশকিছু নারী শ্রমিক দেশে ফিরে এসেছে। তবে এদের কোন সঠিক পরিসংখ্যান এখনও জানা নেই। ঐদেশে মানসিক, শারিরীক এবং ক্ষেত্রবিশেষে যৌন নির্যাতনের পাশাপাশি লাশ হয়ে ফিরে এসেছে কিছু নারী। ভাল ভবিষ্যতের আশা করে মৃত্যুবরণ করা কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, ২০১৫ থেকে ২০১৯ সালের ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ৯ হাজার ১৭৭ জন নারীকর্মীকে সৌদি আরবে বাংলাদেশের দূতাবাসের নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে রাখা হয়। এদের মধ্যে দেশে ফেরত পাঠানো হয় ৮ হাজার ৬৩৭ জনকে। ২০১৯ সালের প্রথম ১০ মাসে রিয়াদে বাংলাদেশের দূতাবাসে ১ হাজার ২০৬ জন নারী কর্মীকে রাখা হয় যাদের মধ্যে ৯৩ জন অসুস্থ ছিলো এবং ১৬ জন গর্ভবতী ছিলো। (সূত্র: প্রথম আলো, ৫ নভেম্বর ২০১৯)।

প্রবাসীদের মৃত্যু বিষয়ে তদন্ত সংশ্লিষ্ট দেশ মৃত্যুসনদ দিয়ে থাকে। বাংলাদেশে মৃত্যুর কারণ কখনও যাচাই করা হয় না। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ২০১৬ সাল থেকে চলতি বছরের জুন পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্য দেশ থেকে ফিরে আসা ৩১১ নারীর লাশের তথ্য পর্যালোচনা করে জানতে পারে এদের মধ্যে ৫৩ জন নারী আত্মহত্যা করেছে। এছাড়াও ১২০ জন স্ট্রোকে এবং ৫৬ জনের দূর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। (সূত্র:প্রথম আলো, ৩ নভেম্বর ২০১৯)। অপরদিকে সৌদি আরবে নারী কর্মীদের পরিস্থিতি নিয়ে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে ঢাকায় একটি প্রতিবেদন পাঠানো হয়। এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটি থেকে লাশ হয়ে ফিরেছেন ১৩১ নারী। তাদের মধ্যে আত্মহত্যা করেছেন ৯৮জন, খুন হয়েছেন ৫জন। (সূত্র: প্রথম আলো, ১৭ নভেম্বর,২০১৯) বাংলাদেশ থেকে এই বছরে মোট ৬২৫৭৮ জন নারী সৌদি আরবে অভিবাসন করেছে (সূত্র:বিএমইটি ওয়েবসাইট)। তবে মোট কতজন নারী শ্রমিক দেশে ফিরে এসেছেন তার কোন সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সংবাদ পর্যালোচনা করে এবং বেসরকারী সংস্থাসমুহের তথ্য মতে এই বছরে এখন পর্যন্ত আনুমানিক ৩০০০ নারী কর্মী সৌদি আরব থেকে ফিরে এসেছে। সম্মানজনক চাকুরীর নিশ্চয়তা না পেলে প্রয়োজনে নারী কর্মী পাঠানো হবে না বলেও সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়। (সূত্র: সমকাল, ১২ নভেম্বর ২০১৯)।

২.২ সৌদিকরণ ও পুরুষ শ্রমিকের প্রত্যাবর্তন

২০১৮ সালে বিভিন্ন পেশাকে জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সৌদি সরকার। নতুন প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী সৌদি আরবে ১২ ধরনের কাজে আর কোন বিদেশী নিয়ুক্ত হতে পারবে না । এই প্রক্রিয়াটি পুরোপুরি কার্যকর হয় ২০১৮ সালের ১০ নভেম্বর থেকে, এর মধ্যে ৪টি পেশা পূর্বেই জাতীয়করণ করা হয়েছে। মৎস্যশিল্প পেশায় চিংড়ি চাষ করার জন্য বাংলাদেশ থেকে সৌদিআরবে প্রচুর শ্রমিক নেওয়া হতো। সেখানে সমুদ্র থেকে নোনা পানি এনে মরুভূমিতে চিংড়ি চাষ করা হয়। সৌদিকরণ নীতি বাস্তবায়িত করার জন্য সেখানে আইন করা হয়েছে মৎস্য শিল্পে ৬০ শতাংশ কর্মী সৌদি হতে হবে এবং মাত্র ৪০% কর্মী বিদেশ থেকে আনতে পারবে। সৌদি নাগরিকের নিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য সরকার এই নিয়ম করে যে, যদি কর্মী সৌদি হয় তবে সরকার বেতনের অর্ধেক টাকা প্রদান করবে। অর্থ্যাৎ নিয়োগকারীকে মাত্র বেতনের অর্ধেক প্রদান করতে হবে। অথচ বিদেশ থেকে শ্রমিক আনলে নিয়োগকারীকে পুরো বেতন প্রদান করতে হবে। সৌদি আরবে মহিলাদের ড্রাইভিং করার অনুমতি পাওয়ায় সন্তানদের এখন তারা নিজেরাই স্কুলে আনা নেওয়া করছে। যার ফলে ড্রাইভার নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে তারা সরে আসছে। সম্প্রতি নেপালের সাথে সৌদিআরব ৫ বছরের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে গার্ড নিয়োগের বিষয়ে। সুতরাং আগামী ৫ বছর শুধু নেপাল থেকে গার্ড নেবে সৌদি আরব। বোরখা শিল্পে বিদেশী শ্রমিক কাজ করার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, ফলে বহু শ্রমিক ফিরতে বাধ্য হচ্ছে। সৌদি আইন অনুযায়ী সেখানে ফ্রি ভিসায় যেয়ে কাজ করার সুযোগ নেই। যেই কোম্পানীর নিয়োগপত্র নিয়ে শ্রমিকরা যাবে সেই কোম্পানীতেই তাদের কাজ করতে হবে। সেখানে গিয়ে ইকামা পরিবর্তন করার সুযোগ নাই। যে কেউ সেখানে যেয়ে অন্য কোন কাজের সাথে যুক্ত হয়ে যায় অথবা কোম্পানী পরিবর্তন করে তবে তার ভিসা বাতিল হয়ে যায় এবং সে অবৈধ হয়ে যায়। এমন অবস্থায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে দেশে ফেরত পাঠায় দেয়। অভিবাসন ব্যয় বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি এবং বাংলাদেশী শ্রমিকদের বেতন সবচেয়ে কম। অনেক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই কর্মী ছাটাই করে। সৌদি সরকার ট্যাক্স আরোপ করায় অভিবাসন খরচ জোগাড় করার জন্য তারা অন্য কোন কোম্পানীতে কাজ করতে বাধ্য হয় ফলে ইকামা (কাজের অনুমতিপত্র) থাকা সত্ত্বেও তাদের ফেরত পাঠানো হয়েছে। প্রবাসীকল্যাণ ডেস্কের তথ্য

মতে চলতি বছরের অক্টোবর পর্যন্ত আনুমানিক ২১ হাজার শ্রমিক সৌদিআরব থেকে দেশে ফিরেছে। (সূত্র: ভয়েস অফ বাংলা, ৯ নভেম্বর,২০১৯)[৫] রিয়াদ দূতাবাসের তথ্য মতে, যদি কেউ স্পন্সরের বাইরে কাজ করেন, পালিয়ে যান কিংবা ইকামা, বর্ডার ও শ্রম আইনের কোনো ধারা ভঙ্গ করেন তাহলে তাকে আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এসব সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে আটক করে সৌদি সরকারের অর্থায়নে ডিপোর্টেশন সেন্টারের মাধ্যমে নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে পারে।

২.৩ নতুন শ্রমবাজার উন্মোচন এবং পুরাতন শ্রমবাজারে প্রবেশ

পূর্ব আফ্রিকার দ্বীপ রাষ্ট্র সিশেলস-এ ২০১৮ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেওয়া সাময়িক বন্ধ করে দিয়েছিলো। ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের পরে দেশটি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। এই চুক্তির ফলে এখন থেকে বাংলাদেশী শ্রমিকরা বিনা খরচে সিশেলসে গিয়ে ভালো চাকুরীর সুযোগ পাবে। কোন রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে সেখানে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। সিশেলস বর্তমানে প্রায় আড়াই হাজার বাংলাদেশী কর্মী কর্মরত আছে যাদের অধিকাংশই নির্মাণ শিল্পে কাজ করে থাকে। এছাড়া হোটেল, ট্যুরিজম, স্বাস্থ্য সেবা ও হাউজকিপিং, কুক, ভিলা এটেন্ডেন্ট, কৃষি ও পোল্ট্রি খাতে বাংলাদেশী কর্মীরা নিয়োজিত আছেন। ফিশিং ও ফিশ ইন্ডাস্ট্রি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ট্যুরিজম খাতে বাংলাদেশের কর্মীদের কাজ করার সুযোগ রয়েছে। (সূত্র: বাংলা নিউজ ২৪.কম, ২১ অক্টোবর,২০১৯, প্রথম আলো ২৮ অক্টোবর,২০১৯)

২০১৮ সালে আমিরাতের শ্রমবাজার পুরুষের জন্য খুলে দেওয়ার কথা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে বন্ধই রয়েছে। এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে এ দেশটি শুধু নারী গৃহকর্মী গ্রহণ করছে। ২০১৯ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশ থেকে মোট ৩,৩১৮ জন কর্মী অভিবাসন করেছে যার মধ্যে নারী অভিবাসী ২,৪৮৩ জন। তবে ২০১৯ সালে দুবাই এয়ার শো'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও আমিরাতের যুবরাজের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধের প্রেক্ষিতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের একটি সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে।

মালয়েশিয়ায় মাহাথির সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরে নাজিব সরকারের দূর্নীতি তদন্তের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ হতে ১০ টি রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে লোক নিয়োগের প্রক্রিয়া স্থগিত ঘোষনা করা হয়। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর হতে সেই দেশে নতুনভাবে কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ আছে। ২০১৮ সালের আগষ্ট মাসের পূর্বে মালয়েশিয়া সরকার যাদের অনুমোদন প্রদান করেছে শুধু তাদেরকে ২০১৯ এর মধ্যে মালয়েশিয়ায় প্রবেশ করার অনুমতি প্রদান করা হয়। এরই অংশ হিসেবে ২০১৯ সালে মাত্র ৫৪৫ জন কর্মী মালয়েশিয়া গিয়েছে (সূত্র: বিএমইটি ওয়েবসাইট)। মালয়েশিয়া ২০১৮ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর এক দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয় যে, মালয়েশিয়ায় লোক প্রেরণের সিন্ডিকেট পদ্ধতি নিষিদ্ধ করবে এবং সকল বাংলাদেশী বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করবে। মালয়েশিয়ায় কর্মী নিয়োগের জন্য নতুন পদ্ধতি চূড়ান্ত হওয়ার কথা থাকলেও এখনও সেটি ঠিক হয়নি। দুই দেশের মধ্যে এই বিষয়ে সমাধানে আসার জন্য একাধিকবার বৈঠক হলেও সমঝোতা স্মারক এখনও স্বাক্ষর হয়নি। তবে মালয়েশিয়ার সারওয়াক প্রদেশে ইতিমধ্যে কর্মী প্রেরণ শুরু হয়েছে। জনাব ইসরাফিল আলম,এমপি এবং চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পার্লামেন্টেরিয়ান ককাস গত ৮ নভেম্বর ৭১ টিভিতে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার নিয়ে এক সাক্ষাতকারে বলেন, মালয়েশিয়া বাংলাদেশী শ্রমবাজার খুলে দেওয়ার বিষয়ে সিন্ডিকেট প্রথা বাতিলের বিষয়ে অনড় অবস্থানে থাকলেও এখনও বাংলাদেশ থেকে সিন্ডিকেটের মাধ্যমেই কর্মী প্রেরণের বিষয়ে আগ্রহ দেখানো হচ্ছে। ১০ টির পরিবর্তে ৩০ টি রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে কর্মী পাঠানোর বিষয়ে আলোচনা চলছে বলে তিনি জানান।
বৈধ কাগজপত্র ছাড়া যেসব বিদেশি শ্রমিক এতদিন মালয়েশিয়ায় অবস্থান করছিলো সম্প্রতি মালয়েশিয়া সরকার "ব্যাক ফর গুড" কর্মসূচীর আওতায় আগামী ৩১ ডিসেম্বর,২০১৯ এর মধ্যে দেশে ফেরত আসার সুযোগ দিয়েছে। প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিক এই তালিকায় আছে বলে জানা যায়।

২.৪ সাগরপথে অভিবাসন

লিবিয়াতে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছে বলে দীর্ঘদিন ধরে সেদেশে অভিবাসনের ওপর বাংলাদেশ সরকারের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। গত পাঁচ বছরে আনুষ্ঠানিক পথে লিবিয়া গেছেন মাত্র ৫০০জন। ২০১৯ সালে নভেম্বর পর্যন্ত মাত্র ২১৩জন লিবিয়ায় অভিবাসন করেছে। তবে ইউরোপ যাওয়ার জনপ্রিয় রুট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে লিবিয়া। ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালি বা গ্রিস যেতে অনেক বাংলাদেশীই লিবিয়ার পথে পাড়ি জমান। একটি সংঘটিত মানবপাচারকারি চক্র বাংলাদেশ থেকে ভারত, দুবাই, তুরস্ক, লিবিয়া হয়ে তিউনিশিয়ার উপকূল দিয়ে নৌকায় করে ইতালি প্রেরণ করে থাকে। এই বছরের নভেম্বরে ১৫২ জন বাংলাদেশীকে লিবিয়া থেকে ফেরত আনা হয়।

[5] https://www.voabangla.com/a/bd-11-08-19/5158375.html

২.৫: রোহিঙ্গা শরনার্থী

২৫শে আগস্ট ২০১৯ তারিখ ছিল বাংলাদেশে বিশাল সংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থী আগমনের দ্বিতীয় বর্ষ। দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে শরনার্থীদের তাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও আজ পর্যন্ত কোন বিতাড়িত রোহিঙ্গা মিয়ানমারে প্রত্যাবাসিত হয়নি। প্রত্যাবাসন যেন সঠিকভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে সে ধরণের কোন ব্যবস্থাই শরণার্থী উৎস রাষ্ট্র মিয়ানমার গ্রহণ করেনি। উপরন্তু প্রত্যাবাসন না ঘটার দায় দায়িত্ব মিয়ানমার সরকার বাংলাদেশের উপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দিয়েছে।

রোহিঙ্গা শরণার্থীর অবস্থান বাংলাদেশের উপর প্রলম্বিত হলেও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ক্রমশই তাদের দেখভালের দায়িত্ব পালনের উদাসিনতা দেখাচ্ছে। যার ফলে শরনার্থী অধ্যুষিত এলাকার জনগণের সেবাদানের জন্য ২০১৯ সাথে জয়েন্ট রেসপন্স প্লানের অধিনে খরচের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অপরিশোধিত থেকে গেছে। তবে, ২০১৯-এর ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে নেদারল্যান্ডে আন্তর্জাতিক আদালতে গাম্বিয়া আনীত এক মামলায় মিয়ানমারকে গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে। কয়েক দশক ধরে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির উপর মিয়ানমার সরকার যে গণহত্যা চালিয়ে আসছিল সে প্রেক্ষিতে গাম্বিয়ার এই উদ্দ্যোগকে বিশ্বের শান্তি ও সুবিচারকামী জনগণ স্বাগত জানিয়েছে। এই শুনানিতে গাম্বিয়া রাখাইন অঞ্চলের গণহত্যা বন্ধের জন্য আদালতের অন্তবর্তীকালীন নির্দেশ চেয়েছে। এই বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে বেশ কয়েক বছর লেগে যেতে পারে। তবুও এই ঘটনা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির একটা নৈতিক বিজয় হিসেবে পর্যবেক্ষকরা দেখছেন। বলাবাহুল্য মিয়ানমার সরকার গণহত্যার এই অভিযোগ নাকচ করেছে এবং রাখাইন অঞ্চলে তাদের সেনাবাহিনী সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান চালিয়েছে বলে দাবি করেছে।

৯ই ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবসে রোহিঙ্গাদের আন্তর্জাতিক সংগঠন ‘‘ফ্রি রোহিঙ্গা কোয়ালিশন” সকল মিয়ানমার পন্য বর্জন করার একটি আন্দোলনের ডাক দিয়েছে।

২.৬: ভারতের সিটিজেনশিপ আমেন্ডমেন্ট বিল পাশ এবং আসাম রাজ্যে এনআরসি প্রয়োগ

বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোতে যে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটছে তার একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ হল ভারতের আসাম রাজ্যে ন্যাশনাল রেজিস্টার অব সিটিজেন (এনআরসি) এর প্রয়োগ এবং সেই দেশে সিটিজেনশীপ আমেন্ডমেন্ট বিল পাশ। ২০১৯ সালে আসামের নাগরিকদের এনআরসি’র অধীনে নিবন্ধনের কাজ সম্পন্ন হয়। এই নিবন্ধন এর সিদ্ধান্ত বেশ অনেক আগে আসামের ছাত্র সংগঠনগুলোর দাবির ভিত্তিতে কোর্টের রায় হিসেবে এসেছিলো। কিন্তু পূর্ববর্তী কোন সরকার এর বাস্তবায়ন করেনি। কারণ এটির প্রয়োগ সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে উৎসাহিত করতে পারে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে বর্তমান বিজেপি সরকার এনআরসি’র প্রয়োগ ঘটায় তার ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অংশ হিসেবে। বিজেপির ধারনা ছিল এই এনআরসি প্রয়োগের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলো হতে বিভিন্ন সময়ে আগত মুসলমানদের সনাক্ত করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করবে। নিবন্ধন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হবার পরে দেখা গেল যে ৪০ লক্ষ আসামবাসী এই নিবন্ধন হতে বাদ পরেছে। এদের মধ্যে হতে ৩৬ লক্ষ পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করেছে। ধারনা করা হচ্ছে এই প্রক্রিয়ায় প্রায় ২০ লক্ষ আসামবাসী রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়বে। যারা বাদ পড়েছে তাদের এক অংশ মুসলমান হলেও একটি বড় অংশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের অর্ন্তভুক্ত।

মুসলমান ব্যতীত অন্য যেকোনো ধর্মাবলম্বী ভারতবাসী যারা নিজেদের জন্ম সূত্রে নাগরিকত্ব প্রমান করতে না পারবে তাদের উদ্বাস্তু হিসেবে চিহ্নিত করে পরবর্তীতে নাগরিকত্ব প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য ভারতীয় নাগরিকত্ব আইনে পরিবর্তন আনা হয় এ বছরের ডিসেম্বর মাসে। একইসংগে তারা আসামসহ বেশ কিছু রাজ্যে ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করছে নব্য রাষ্ট্রহীনদের অন্তরিন করার জন্য। বাংলাদেশের জন্য যেটি উদ্বেগের কারণ তা হল, সে দেশ হতে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজনকে আইনি প্রক্রিয়ায় ফেরত পাঠানোর একটি ক্ষেত্র এই আইনি পরিবর্তন তৈরি করে দিয়েছে। যদিও ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে মৌখিক ভাবে জানিয়েছেন যে এনআরসিকে কেন্দ্র করে কোন ডিপোর্টেশন ঘটবে না কিন্তু বাস্তবতা হল আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করে বেশ কিছু মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত লোককে বাংলাদেশে ইতোমধ্যেই পুশ-ইন করে পাঠানো হয়েছে।

রোহিঙ্গা শরণার্থী চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি আসামসহ ভারতের অন্যান্য স্থান হতে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকদের জোরপূর্বক বাংলাদেশে প্রেরণ আরও একটি মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারের ব্যাপক কূটনৈতিক প্রস্তুতি প্রয়োজন।

২.৭: বাংলাদেশে আইন এবং নীতি পরিবর্তন

২.৭.১: রেমিটেন্স প্রেরণকারীদের জন্য সরকারী প্রণোদনা

এ বছরে বৈধপথে ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রেরণকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রেরিত অর্থের উপর ২% প্রণোদনা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। ১ জুলাই ২০১৯ হইতে এটি কার্যকর করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী ২০১৯ সালে অভিবাসী শ্রমিকদের প্রেরিত অর্থের পরিমান ১৭.৯৫% বৃদ্ধি পেয়ে ১৮.৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০১৮ সালে ডিসেম্বর পর্যন্ত যা ছিল ১৫.৫৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৯ সালের জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত রেমিটেন্স এসেছিলো ৮.৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রণোদনা ঘোষণার পর জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত রেমিটেন্স এসেছে ৯.৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২.৭.২ জীবন বীমা

বিদেশগামী কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক জীবন বীমা ২০১৯ সালে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ বছর আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিদেশগামী কর্মীদের সুরক্ষার জন্য বীমা পলিসি কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ বছর থেকে বিদেশগামী কর্মীদের স্বল্প খরচে বীমার আওতাভুক্ত করা হচ্ছে। এ বীমার পলিসি মূল্যের অর্ধেক সরকার থেকে প্রদান করা হচ্ছে। দুইবছর মেয়াদী এই বীমা গ্রহণকারী কর্মী বিদেশে আহত/ নিহত হলে দুই থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা পাবে। বর্তমান ব্যবস্থায় বিদেশগামী বৈধ কর্মীরা দেশ ছাড়ার আগে ওয়েজ আর্নার্স বোর্ডকে সাড়ে তিন হাজার টাকা ফি দিয়ে থাকে। বিদেশে কোনো কর্মী মৃত্যু হলে এর বিপরীতে তাকে তিন লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এ সুবিধা বহাল রেখে এই বীমা চালু করা হয়েছে। বীমা না করলে বিদেশ যাওয়ার ছাড়পত্র দেওয়া হবে না। অতীতে বৈধভাবে যারা বিদেশ গিয়েছে, তারাও কিস্তি দিয়ে বীমা সুবিধায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। দুই বছর অন্তর বীমা নবায়ন করতে হবে। চোখ, হাত, পা হারালে বীমার পুরো টাকা পাবেন ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীরা। তবে যুদ্ধ, দাঙ্গায় কোনো কর্মীর মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণ সুবিধা পাবেন না। বীমার অধিনে প্রাপ্ত সুবিধা সম্পর্কে বীমা গ্রহণকারী অভিবাসী শ্রমিকদের সঠিক ধারনা দিতে হবে এবং দাবীদার অভিবাসীরা যেন ন্যায্য দাবি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন সেদিকে নজর রাখতে হবে।

২.৭.৩: নারী কর্মীদের প্রতিরক্ষায় মন্ত্রণালয়ের বিশেষ নির্দেশনা

সৌদিআরবে নারী গৃহকর্মীদের নিগ্রহের ঘটনায় সংবাদ মাধ্যম এবং সিভিল সমাজ পুরো বছর জুড়েই উদ্বেগ প্রকাশ করে। এই বছরের শেষে ১০ ডিসেম্বরে প্রবাসী কল্যাণ ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় একটি নির্দেশনা জারি করে। এই নির্দেশনায় বলা হয় নারী শ্রমিকের বয়স বাড়িয়ে বা কমিয়ে অথবা মেডিক্যাল চেক ব্যতিরেকে প্রেরন করলে রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। এছাড়াও নারীকর্মী সুরক্ষা সেলের তদারকি ক্ষমতা বৃদ্ধি, নারী কর্মীর প্রশিক্ষণ এর মেয়াদ ৩০দিন করা, প্রশিক্ষণের মূল্যায়ণে তৃতীয় পক্ষকে ব্যবহার করাসহ বিদেশে যাবার পূর্বে নারী কর্মীকে রিক্রুটিং এজেন্সি চুক্তির শর্তগুলো বাংলায় অনুবাদ করে জানানো এবং তাদের সাথে ফোন প্রদানে বাধ্য করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। প্রত্যাগত নারীকর্মীর তালিকা, ফ্লাইট নং ইত্যাদি শ্রমকল্যাণ উইং বিমান বন্দর, কল্যাণ ডেস্ক এবং রিক্রুটিং এজেন্সিকে পূর্বেই অবহিত করার ব্যবস্থা করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সেইফ হোমে থাকা নারীকর্মীর বিষয়ে ব্যক্তিগত বিবরণী বিএমইটি-র নারী সুরক্ষা সেলে প্রেরণ করা এবং ওয়েজআর্নারস কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক বিমানবন্দরের কাছাকাছি রি-ইন্টিগ্রেশন সেল স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

৩. সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

৩.১ জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডিইএমও)

বিএমইটি'র অধীনে বিভিন্ন জেলায় ৪২টি জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস রয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ৬৪ জেলায় জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস এবং ৮টি বিভাগীয় শহরে বিভাগীয় কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। বিএমইটি-র আরো কিছু কার্যক্রম ডিইএমও-র মাধ্যমে বিকেন্দ্রিকরণ করা হয়েছে। ৪২টি জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিসে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও ৬টি জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিসের মাধ্যমে স্মার্ট কার্ড সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে বিকেন্দ্রিকরণ প্রক্রিয়ার অধীনে কুমিল্লায় সবচেয়ে বেশি সেবা নিশ্চিত করা গেছে। পূর্বে এই কাজগুলো করতে অভিবাসীদের ঢাকায় আসতে হতো। এখন তাদের জেলা শহরেই তারা এইসব কাজগুলো সমাপ্ত করতে পারছে।

৩.২ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি)

বিএমইটির অধীনে বর্তমানে ৬টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) এবং ৬৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা টিটিসি [৬] এবং ৩টি শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ দপ্তর রয়েছে। বর্তমানে ৪২টি টিটিসিতে ভাষা কোর্স চালু রয়েছে ২৯টি টিটিসিতে জাপানী ভাষা, ১১টি টিটিসিতে ইংরেজী ভাষা এবং ২০টি টিটিসিতে কোরিয়ান ভাষা শেখানো হয়। বর্তমানে হাউজকিপিং ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী টিটিসি'র সংখ্যা ৪২ টি এবং প্রশিক্ষণের সময়সীমা ২১ দিন থেকে বৃদ্ধি করে ৩০ দিন করা হয়েছে এবং এ বছরে হাউজকিপিং ট্রেনিং ম্যানুয়্যাল সময়োযোগী এবং প্রি-ডিপার্চার ট্রেনিং মডিউল পরিবর্তনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

৩.৩ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল

২০১৯ সালে মোট ৭,০০,১৫৯ জন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলে বাধ্যতামূলক চাঁদা হিসেবে ৩৫০০ টাকা করে মোট ২৪৫ কোটি ০৫ লক্ষ ৫৬ হাজার ৫০০ টাকা জমা দিয়েছে। এই তহবিলের অন্যান্য উৎস যেমন রিক্রুটিং এজেন্সী সমূহের লাইসেন্সের খরচ বাবদ জমাকৃত অর্থের সুদ, বিদেশের দূতাবাস হতে কনসুলার ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ এবং ওয়ার্ক পারমিট এবং কাজের ডিমান্ড, সত্যায়িত করার ফি ইত্যাদি যোগ দিলে এই তহবিলে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ আরও বৃহৎ হবে। এই ফান্ড ব্যবহার করে ২০১৯ সালে মোট ৫৫,৫২৬ জন কর্মীকে প্রাকগমন ব্রিফিং প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯ সালে মোট ৩৬৫৮ জনের মৃতদেহ দেশে ফেরত আনা হয়েছে। ২০১৯ সালে ৪০৭৭জন মৃত অভিবাসীর পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ হিসেবে ১২০১.০৭ মিলিয়ন টাকা এবং ৩৬৫৮ মৃতব্যক্তির পরিবারকে মৃতদেহ বহন করা বাবদ প্রদান করা হয়েছে ১২৮.০৩ মিলিয়ন টাকা। এ বছরে ওয়েজ আর্ণার্স কল্যাণ বোর্ড হতে প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের লেখাপড়ায় উৎসাহ যোগাতে ষষ্ঠ থেকে স্নাতক শেষ বর্ষ পর্যন্ত মোট ৬৯১৩ জন শিক্ষার্থীকে মোট ৯ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি প্রদান করেছে। নির্যাতন, হয়রানি অথবা নিরাপত্তা জনিত সমস্যায় পড়া নারী কর্মীদের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ৩টি দেশে (সৌদি আরবে ৩টি, ওমানে ১টি ও লেবাননে ১টি) সেইফ হোম স্থাপন করা রয়েছে। এছাড়া এ অর্থ প্রশাসনিক কাজে যেমন মিশনসমুহের সাথে অনলাইন যোগাযোগ, অফিস অটোমেশন, কল সেন্টার স্থাপন, বোর্ডের অফিস স্থাপন, বিদেশগামী কর্মীদের স্মার্ট কার্ড প্রদান, দূতাবাসসমূহে গাড়ি প্রদানসহ কিছু কর্মীর বেতন, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন প্রকল্প, এসি ক্রয়, গাড়ির তেলের দাম, বাজার খোঁজার জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বিদেশ সফর খাতে এই অর্থ থেকে ব্যয় করার প্রবণতা দ্রুত কমিয়ে শ্রমিকদের সরাসরি সেবায় এই তহবিলের অর্থ ব্যয় অনেক বেশী ফলপ্রসূ হবে।

৩.৪ লেবার এ্যাটাশে

বর্তমানে ২৭টি দেশে ২৯টি শ্রম উইং কাজ করছে। এই উইংগুলোতে বর্তমানে সর্বমোট ৩৯জন এ্যাটাশে কাজ করছে। বাংলাদেশ থেকে নারী অভিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট দেশসমূহে শ্রম বিভাগগুলোতে আরো অধিক হারে নারী সদস্য নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন। স্থানীয় ভাষাজ্ঞানের অভাব ও দোভাষী এবং আইনী পরামর্শক নিয়োগের জন্য অপ্রতুল অর্থায়ন সেসব দেশে অভিবাসীদের ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

৩.৫ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক মোট ৭১১৫ জনকে ১০৫.৪৯ কোটি টাকা ঋণ প্রদাণ করেছে যার মধ্যে ৭১০৭ জনকে অভিবাসন ঋণ বাবদ ১০৫.৩৩ কোটি টাকা বিতরণ করছে। এর বিপরীতে উক্ত সময়ে ৭৬.৬৯ কোটি টাকা ব্যাংক আদায় করেছে। অপরদিকে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে পুনর্বাসন ঋণ বাবদ ৮ জনকে (০.১৬ কোটি টাকা) প্রদান করেছে এবং ০.২৫ কোটি টাকা আদায় করেছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ৭৬.৯৪ কোটি টাকা। অপরদিকে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক মোট ৪৩৪৯ জনকে ৭৪.৪৪ কোটি টাকা অভিবাসন ঋণ প্রদাণ করলেও পুনর্বাসন ঋণ বাবদ কোন টাকা প্রদান করেনি। তবে অর্থ বছরে এই ৩.১১ কোটি টাকা আদায় করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট আদায়কৃত অর্থের পরিমান ৪৭.৬৭ কোটি টাকা।

৩.৬ বোয়েসেল

স্বল্প/বিনাব্যয়ে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে ১৯৮৪ সালে বোয়েসেল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮৬ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত বোয়েসেল মোট ৮৫,৪৬৯ জন শ্রমিককে পাঠিছে (বোয়েসেল রিপোর্ট ২০১৮)। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বোয়েসেল থেকে মোট ১১,৫১৯ জন বাংলাদেশী অভিবাসীকে জর্ডান, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালদ্বীপ ও বাহরাইন প্রেরণে সহায়তা করেছে। এটি এ বছরের মোট অভিবাসনের ১.৯%। সরকারীভাবে দাবি করা হয়েছে এদের মধ্যে দক্ষ জনশক্তি ৯৪৯৮ জন এবং শূন্য ব্যয়ে প্রেরিতকর্মী ৬৩৬৬ জন, নারীকর্মী ৯২২০ জন। (২০১৮-২০১৯ বার্ষিক প্রতিবেদন, ৪৮ পৃষ্ঠা)। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বোয়েসেল ১৯,০৫,৫৮,৩৪৯ টাকা আয় করে যার মধ্যে মুনাফা ১৭,০৬,৯৯,৫২৭ টাকা। অপরদিকে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে

[6] স্মরণিকা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০১৯

বোয়েসেল ১৭,০৬,৯৯,৫২৭ টাকা আয় করে যার মধ্যে মুনাফা ছিলো ১১,৫০,২০,৯৮৫ টাকা। নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে বোয়েসেল গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। রামরুর সাম্প্রতিক গবেষণায় কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে যেমন- আঞ্চলিক এবং বিদেশে শাখা অফিস খোলা, সুবিধাগুলি জনগণের জন্য প্রচার করা যাতে সুবিধা নিতে আগ্রহী অভিবাসীদের কাছে পৌঁছানো যায় এবং কর্মীদের বিদেশী ভাষার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৩.৭ অভিযোগ

প্রতারিত অভিবাসীদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিএমইটি দুইভাবে অভিযোগ গ্রহণ করে থাকে; অনলাইন ও সরেজমিন (ম্যানুয়াল)। ২০১৯ সালের জানুয়ারী থেকে নভেম্বর পর্যন্ত মোট ১,৯৭৭টি অভিযোগ বিএমইটিতে দাখিল হয়েছে যার মধ্যে পুরুষ কর্মীর অভিযোগ ৯৪৫টি এবং নারী কর্মীর অভিযোগ ১,০৩২টি। ২০১৮ সালে মোট অভিযোগের সংখ্যা ছিল ৮৯০টি এবং ২০১৭ সালে ছিল ৩৪৮টি। ২০১৯ সালে অভিযোগ নিস্পত্তি হয়েছে ৭৪৪ যা ২০১৮ সালে ছিল ৬৬০ এবং ২০১৭ সালে ছিল ১৭৭টি। ২০১৯ সালে পুরুষ কর্মীর অভিযোগ নিস্পত্তি হয়েছে ৩৬৭ টি এবং নারী কর্মীর অভিযোগ নিস্পত্তি হয়েছে ৩৭৭টি। এই বছর নিস্পত্তি হওয়া অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিএমইটি প্রতারিত অভিবাসীদের মোট ৩,৩৩,৪৪,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করে দিতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৮ সালে বিএমইটি-র আরবিট্রেশনের মাধ্যমে আদায় করেছিল ২,৫৭,০৫,২৩২ টাকা এবং ২০১৭ সালে ১,২৪,০৭,০০০ টাকা। চলমান অভিযোগের সংখ্যা ৪৯০টি; যার মধ্যে আওতাধীন রিক্রুটিং এজেন্সির সংখ্যা ৪৪৬টি। ২০১৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ফেরত আনা কর্মীর সংখ্যা ১৫৯টি যার মধ্যে পুরুষ কর্মী রয়েছে ১১জন এবং নারী কর্মী রয়েছে ১৪৮জন। তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০১৯ সালে অভিযোগ প্রাপ্তির সংখ্যা গত বছরের তুলনায় দ্বিগুনেরও বেশি যা 'অভিবাসির আদালত' এর মাধ্যমে প্রচারণা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

৩.৮ রিক্রুটিং এজেন্সি

বিএমইটির ২০১৯ সালের তথ্যমতে বর্তমানে ১৩০২ টি লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্সি রয়েছে। সৌদি আরবে নারী কর্মী প্রেরণকারী রিক্রুটিং এজেন্সির সংখ্যা ৫৭৩ টি। বিএমইটি নানা অভিযোগ তদন্ত করে এ বছরের ১৭৮টি রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স স্থগিত করেছে এবং ৩টি রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল করেছে।[৭]সৌদি আরব থেকে বিপুল সংখ্যক অভিবাসী কর্মী বিশেষ করে নারী অভিবাসী কর্মী ফেরত আসার বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রেক্ষাপটে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অপরদিকে রিক্রুটিং এজেন্সি অতীতে নারী কর্মী সৌদি আরবে যাওয়ার তিনমাস পর্যন্ত দায় বহন করতো, কিন্তু নভেম্বরে সৌদি আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিত তৃতীয় জয়েন্ট টেকনিক্যাল কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রিক্রুটিং এজেন্সি নারী কর্মীর চুক্তির পুরো সময় (২ বছর) তাদের নিরাপত্তার দায়ভার গ্রহণ করবে। এছাড়াও সৌদি রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে বাংলাদেশ দূতাবাসের কাছে দায়বদ্ধ করার বিষয়েও টেকনিক্যাল কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

৪. আন্তর্জাতিক কর্মকান্ডে বাংলাদেশ

৪.১ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে অভিবাসন খাতের ভূমিকা

২০১৫ সালে ১৭টি লক্ষ্য ও ১৬৯ টার্গেট সম্বলিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বা এজেন্ডা ২০৩০ গৃহীত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অভিবাসন সংক্রান্ত অভীষ্ট ১০ এর লক্ষ্যমাত্রা ১০.৭ বাস্তবায়নের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয় লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করছে। এক্ষেত্রে সুশৃঙ্খল, নিরাপদ, নিয়মিত ও দায়িত্বশীল অভিবাসন নিশ্চিতকরণ ও অভিবাসন ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর সহ মধ্যপ্রাচ্যের ১৬ টি দেশের জন্য সর্বোচ্চ ব্যয়ের তালিকা প্রকাশ ও প্রচার করা হচ্ছে। সৌদি আরবসহ কয়েকটি দেশে শূন্য ব্যয়ে নারী গৃহকর্মী প্রেরনের এবং স্বল্প খরচে জি টু জি পদ্ধতিতে দক্ষিণ কোরিয়ায় ইপিএস সিস্টেম, জাপানে আই এম জাপান এবং হংকং এ কর্মী প্রেরণের কথা সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে।

সেবা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ফিঙ্গারপ্রিন্ট, স্মার্ট কার্ড ডেমো অফিস থেকে প্রদান করাসহ অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, অনলাইন ভিসা চেকিং, তিনদিন ব্যাপী প্রি-ডিপারচার ওরিয়েন্টেশন, ৬৪টি টিটিসি ও ৬টি আইএমটি এর মাধ্যমে ৫৫টি ট্রেড-এ কারিগরি প্রশিক্ষন প্রদান করা হচ্ছে এবং ৬১টি কেন্দ্রে জানুয়ারী ২০১৯ থেকে ড্রাইভিং কোর্স চালু করা হয়েছে। গনসচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে ভিসা ট্রেডিং ও রেমিটেন্স এর খরচ কমানোর জন্য এ্যাডভোকেসি করা হচ্ছে। এছাড়াও শ্রম অভিবাসনে রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের নিয়ম বহির্ভূত আচরণ ও অবৈধ কর্মকান্ড প্রতিরোধের জন্য প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রনালয়ে একটি ভিজিলেন্স টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন ও অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সরকারের গৃহিত বিভিন্ন পদক্ষেপ প্রশংসার দাবি রাখে, তবে এখনও অভিবাসন ব্যয়ের মাত্রা প্রতিটি দেশের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত রয়ে গেছে। বিএমইটি-র বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম (ফিঙ্গার প্রিন্ট, স্মার্ট কার্ডসহ অন্যান্য) বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়া শ্রম অভিবাসনের ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে।

[৭] http://www.bmet.org.bd

অভিবাসী শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য টিটিসি এবং আইএমটিগুলোতে নানাবিধ কোর্স চালু রয়েছে ঠিকই তবে এর সাথে সাথে আন্তর্জাতিক চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ অতিথিসেবা ও পর্যটন খাত (hospitality and tourism) এবং যত্ন (care) খাতে (যেমন: বয়স্ক, অসুস্থ এবং শিশু সেবায় পারদর্শী) নতুন কোর্স প্রবর্তন করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে অন্যদেশ থেকে মাস্টার ট্রেইনার নিয়োগ দিয়ে বিশেষ কয়েকটি টিটিসিতে ট্রেনিং অফ ট্রেইনার (প্রশিক্ষকের জন্য প্রশিক্ষণ) কর্মকান্ড শুরু করা যেতে পারে।

শ্রম অভিবাসনের ক্ষেত্রে দালালদের (অপ্রাতিষ্ঠানিক মধ্যস্থতাকারী) একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। এই দালালেরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে রিক্রুটিং এজেন্সির হয়ে শ্রমিক জোগানের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তাই রিক্রুটিং এজেন্সির নিয়ম বহির্ভূত আচরণ ও অবৈধ কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ করতে হলে দালালদের আইনী প্রক্রিয়ার মধ্যে আনার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

৪.২ অভিবাসন বিষয়ক গ্লোবাল কমপ্যাক্ট

সুষ্ঠু নিরাপদ ও নিয়মতান্ত্রিক অভিবাসনের লক্ষ্যে ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ অন্যান্য ১৬৩টি দেশের সাথে গ্লোবাল কম্প্যাক্ট ফর মাইগ্রেশন (জিসিএম) গ্রহন করেছে। ইতোমধ্যে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রনালয় জিসিএম বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করেছে।
কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে দেশে বিদেশের শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ করে তুলতে সরকার বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এজেন্ট কর্তৃক কর্মী বাছাই করতে সম্ভাব্য অভিবাসীদের একটি ডেটাব্যাঙ্ক তৈরি করা হচ্ছে এবং ফিরে আসা অভিবাসীদের আর্থ-সামাজিক প্রত্যাবর্তনের সুবিধার্থে ডেটাবেস তৈরির জন্য উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা, জাতীয় থেকে তৃনমূল পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের বিশেষত স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে দেশব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম শুরু করেছে। অভিবাসীদের দক্ষতা বিকাশ এবং আরপিএল দক্ষতার স্বীকৃতির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। জিসিএমের লক্ষ্য হিসাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল প্রবাসী শ্রমিকরা স্ব স্ব দেশে সহজেই রেমিট্যান্স প্রেরণ করতে পারা এবং রেমিটেন্স সুশৃঙ্খলভাবে কাজে লাগাতে পারা।

গ্লোবাল কমপ্যাক্ট এর লক্ষ্য পূরনে সরকার বিদেশ যেতে আগ্রহী অভিবাসীদের (Aspirant Migrant) একটি ডেটাব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহন করেছে। অতীতে এ ধরনের ডেটাব্যাংক থাকা সত্ত্বেও তা কার্যকর ছিল না। নতুন ডেটাব্যাংক প্রতিষ্ঠার পূর্বে পূর্ববর্তী ডেটাব্যাংক অভিজ্ঞতার একটি মূল্যায়ণ বিশেষভাবে জরুরী। সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্য প্রচারণার নানামুখী উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করেছে। এ ক্ষেত্রে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি নাগরিক সমাজকেও সম্পৃক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে। শ্রমিকদের দক্ষতার স্বীকৃতি এবং বিদেশে অবস্থানকালে কাজের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন (on the job skill acquire) স্বীকৃতির জন্য যে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে তা, শ্রমগ্রহণকারী দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার সময় এবং অভিবাসন বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে জোর দিয়ে উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

অভিবাসীদের ফিরে আসা এবং সম্পৃক্তকরণ এখনও পর্যন্ত জাতীয় কার্যক্রমের বাইরে থেকে গেছে। এ নিয়েও সরকার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের তৎপর হওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন।

৫. সুশীল সমাজের উদ্যোগ

গত দুইযুগ ধরেই অল্প কিছু নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠান অভিবাসন খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে চলেছে। অভিবাসন ক্ষেত্রে তারা বিশেষ কিছু সেবা যেমন সচেতনতা বৃদ্ধি, অভিযোগ দায়ের করা ও বিচার লাভে সাহায্য করা, আর্থিকভাবে জালিয়াতির শিকার হওয়া অভিবাসীদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা, ২০১৩ সালের অভিবাসন আইনের আওতায় বিভিন্ন আদালতে আর্থিক জালিয়াতির মামলা দাখিল করা, আটকে পড়া শ্রমিকদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য ক্যাম্পেইন করা, দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করে আসছে। তারা বিভিন্ন নীতি সংস্কারের জন্য সরকারকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছে। কেবল ২০১৯ সালে রামরু, ওয়্যারবে ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ব্র্যাক, অভিবাসী কর্মী উন্নয়ন কর্মসূচি (ওকাপ), ইমা রিসার্চ ফাউন্ডেশন, আওয়াজ ফাউন্ডেশন, বমসা, এবং ইপসা সম্মিলিতভাবে ৩৮০টি প্রি-ডিসিশন বিষয়ক ট্রেনিং ও ১০২টি প্রি-ডিপার্চার ট্রেনিং প্রদান করেছে। এসব সংস্থা সালিশ, মেডিয়েশন, মৃত্যুজনিত, দূর্ঘটনাজনিত ও অন্যান্য ১,০২৬টি অভিযোগের বিপরীতে মোট ১,৭৮,৪০,৫০০ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায়ে সহায়তা করেছে।

অভিনব সেবা

অভিবাসনের তথ্যাদি সকলের কাছে পৌঁছে দিতে, এ খাতে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণা সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি এবং প্রতারিতদের আইনগত পরামর্শ দেবার লক্ষ্যে ২০১৮ সনের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে রামরু 'অভিবাসীর আদালত' শিরোনামে একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠান আয়োজন করে আসছে যা ডিবিসি চ্যানেলে পাক্ষিক ভিত্তিতে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। ইতিমধ্যে 'অভিবাসীর আদালত' এবং সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত রামরু'র 'আইন সহায়তা সেল' এর কাছে মোট ৪৯১জন অভিবাসী এবং তাদের পরিবার বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার অভিযোগ নিয়ে এসেছে। এর মধ্যে ১৬৭জন ভুক্তভোগীকে টেলিভিশন অনুষ্ঠানটির ৫০টি পর্বে সরাসরি উপস্থিত করা হয়। অনুষ্ঠানে সরাসরি টেলিফোনে যুক্ত হয়ে ও 'আইন সহায়তা সেল এর হট লাইন নাম্বারে ৬৪৮জন ভুক্তভোগী তাদের সমস্যার কথা জানিয়েছেন। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১৪২টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে যা ৯৮টি জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এবং ৪৪টি ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড -এ প্রেরণ করা হয়েছে। ১৪২টি অভিযোগের মধ্যে ৬১টি অভিযোগ সম্পূর্ণ নিস্পত্তি হয়েছে, বাকিগুলো প্রক্রিয়াধীন আছে। আর্থিক দিক দিয়ে এ পর্যন্ত সর্বমোট ৩১,৭৫,০০০ টাকা আদায় করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া রামরু মেডিয়েশন কমিটির মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে এ পর্যন্ত ২৭৫টি অভিযোগ গৃহিত হয়েছে। যার মধ্যে ১০৬টির সমাধান হয়েছে। এই মধ্যস্ততার মধ্য দিয়ে দালাল এবং রিক্রুটিং এজেন্সির নিকট হতে মোট ৫৮,৫০,০০০ টাকা আদায় করা সম্ভব হয়েছে। রামরু'র এই কার্যক্রমের ফলাফল লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিএমইটির কাছে আসা অভিযোগের বৃদ্ধিতে।

চলতি বছর জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বিএমইটি তে অভিবাসন সংক্রান্ত মোট ১,৯৭৭টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে; যা গত বছর ছিল ৮৯০টি। এক বছরের ব্যবধানে অভিযোগ প্রাপ্তির সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ। রামরু অপ্রত্যাশিতভাবে ফেরত আসা অভিবাসীদের দ্রুত সেবা প্রদান করতে রাজধানীর দক্ষিণখানে একটি জরুরী সহায়তা কেন্দ্র (ইমারজেন্সি সাপোর্ট সেন্টার) স্থাপন করেছে। এই সেন্টারের মাধ্যমে রামরু মানসিক ও স্বাস্থ্য সেবা, পরিবহন সেবা, খাদ্য সরবরাহ, জরুরীভিত্তিতে সাময়িক বাসস্থান সেবাসহ মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত অভিবাসী বিশেষ করে নারীদের জন্য সাইকো-সোশ্যাল কাউন্সিলিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০১৯ সালে রামরুর-এই সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৯ জন মানসিক ক্ষতিগ্রস্থ অভিবাসীসহ মোট ১৪ ফেরত অভিবাসীকে চিকিৎসা সেবা, ৩২ জনকে জরুরী পরিবহন সেবা, ৩৩ জনকে জরুরী ভিত্তিতে সাময়িক বাসস্থান সেবা প্রদান করা হয়েছে। মোট ১৮৪২ জনকে জরুরী ভিত্তিতে খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

ওয়্যারবি ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন অভিবাসী পরিবার কল্যাণ শ্রমজীবী সমবায় সমিতি লিঃ এবং অভিবাসী অধিকার ফোরাম (বোয়াফ) সদস্যদের মাধ্যমে তাদের কর্ম এলাকায় নিরাপদ অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পার্লামেন্টারি ককাস অন মাইগ্রেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট সদস্যরা জাতীয় সংসদ ও নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় অভিবাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন।

বমসা এ বছরে নিগ্রহের শিকার যে সব নারীকে সরাসরি সেবা দিয়েছে তাদের জীবন অভিজ্ঞতাকে নিয়ে একটি মনোগ্রাফ প্রকাশ করেছে। অভিবাসীদের সেবা প্রদানকারী সংস্থা যেমন সরকারী কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে পলিসি আলোচনা সভা আয়োজন করে। মৃত নারী কর্মীর পোস্টমর্টেম-এর দাবিও তাদের কাছ থেকে উঠে এসেছে।

ওকাপ এ বছর ডোর-টু-ডোর ক্যাম্পেইন, আউটরিচ ক্যাম্পেইন, স্কুল সচেতনতা প্রোগ্রাম, স্পাউস মিটিং, মাইগ্রেন্ট ইনফরমেশন এন্ড সার্ভিসেস সেন্টার, মাইগ্রেন্ট ফোরাম মাসিক মিটিং, জাতীয় পর্যায়ে এ্যাডভোকেসি কাজ করেছে ইত্যাদি।

ব্র্যাক এ বছর পেশাদার কাউন্সিলর দ্বারা ফিরে আসা অভিবাসীকে কাউন্সিলিং সহায়তা প্রদান করেছে। এছাড়াও প্রশিক্ষণ ও অর্থনৈতিকভাবে পুনঃএকত্রীকরনে ৩০০০জন অভিবাসীকে সহায়তা প্রদান করেছে এবং অভিবাসীর সেবা প্রদানের জন্য টোল ফ্রি হটলাইন সেবা শুরু করেছে।

ইপসা'র অভিবাসীর আইনি অধিকার নিশ্চিতকরণে ডিষ্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড অফিসের সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যার ফলে অভিবাসন বিষয়ক অভিযোগগুলো ডিষ্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড অফিস গ্রহন করেছে এবং সমাধানের চেষ্টা করছে।

আওয়াজ ফাউন্ডেশন বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বাংলাদেশ মিশনগুলোকে সম্পৃক্ত করে মরিশাসে ৬৫জন ও জর্ডানে ১৭জন ধর্মঘটি বাংলাদেশী গার্মেন্টস কর্মীর ন্যায্য দাবী আদায় করে। জর্ডানে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত এক বাংলাদেশী কর্মীকে ব্লাড মানির বিনিময়ে মুক্ত করতে এমএফএ'র সহযোগিতায় ফিলিপিনো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সাথে এক সফল সমঝোতা চুক্তি সম্পন্ন করে।

বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি ফর মাইগ্রেশন (বিসিএসএম)

বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি ফর মাইগ্রেশন (বিসিএসএম) অভিবাসন বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে নাগরিক সমাজের অগ্রজ প্লাটফর্ম হিসেবে ২০১৯ সালে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। মালয়েশিয়ার বাজার পুনরায় সচল করে প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ, নিরাপদ ও

স্থিতিশীল রাখতে বিসিএসএম এর পক্ষ থেকে চলতি বছরের মে মাসে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এ বছর বিসিএসএম সদস্যগণ অভিবাসন বিষয়ক সংসদীয় ককাস- এর সদস্যবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন করে। এই সভায় শ্রম অভিবাসনের সাম্প্রতিক সমস্যাগুলো বিশেষ করে, নারী অভিবাসীদের অধিকার রক্ষায় করণীয় দিকগুলো সম্পর্কে তাঁদের তথ্য প্রদান করে। ডিসেম্বর মাসে প্রবাসী কল্যাণ ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব-এর সঙ্গে একটি অনানুষ্ঠানিক মতবিনিময়ের আয়োজন করে। চলতি বছর বিসিএসএম আঞ্চলিক ফোরামগুলোতে বাংলাদেশের অভিবাসনের চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরে। এমএফএর-সহযোগিতায় বিসিএসএম ফিলিপিন, ইন্দোনেশিয়া এবং নেপাল একটি পার্লামেন্টারি ডেলিগেশনকে দেশে আনে এবং মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সভা আয়োজন করে।

৬.অভিবাসন সম্পর্কে নতুন জ্ঞান

৬.১ অভিবাসী শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে দালালদের নিয়মিতকরণে রামরু-মডেল

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়কে আন্তর্জাতিক বাজারে কর্মী নিয়োগে জড়িত দালালদেরকে আইডি কার্ড প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে রামরু অভিবাসী শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে দালালদের নিয়মিতকরণের একটি মডেল তৈরী করেছে যা http://www.rmmru.org/newsite/publications/infographic/-তে পাওয়া যাবে। দীর্ঘদিন ধরে অভিবাসনের সকল সমস্যার মূল হিসেবে দালালদেরই চিহ্নিত করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, দালালরা অভিবাসীদেরকে অন্ততপক্ষে ১৭ ধরনের সেবা প্রদান করে। তাদের এই সেবাগুলো ছাড়া তৃণমূল থেকে অভিবাসী কর্মী প্রেরণ অসম্ভব। অথচ বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন-২০১৩ তে এদের কাজের কোন স্বীকৃতি নেই। ফলে তারা অনানুষ্ঠানিকভাবে কর্মী নিয়োগে জড়িত থাকে। অনানুষ্ঠানিক অংশগ্রহণ কিছু কিছু দালাল এবং রিক্রুটিং এজেন্সিকে অভিবাসীদের প্রতারিত করার সুযোগ তৈরী করে দেয়। রামরু-র গবেষণার তথ্য অনুযায়ী বছরে ২,৭০৬.২ কোটি টাকা অভিবাসন ইচ্ছুক পরিবারকে প্রতারক চক্রের কাছে হারাতে হয়। এই অবস্থায় দালাল নিবন্ধনের আদেশ খুবই সময়োপোযোগী।

আইডি কার্ড প্রদানের ক্ষেত্রে তিনটি সম্ভাব্য পথ প্রস্তাবনাটিতে রয়েছে। ১. ডিইএমও-এর সাথে রেজিস্ট্রেশন ২. রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে রেজিস্ট্রেশন ৩. বায়রার সাথে রেজিস্ট্রেশন। তবে রামরু তৃতীয় পন্থটিকে যৌক্তিক বলে মনে করছে। কারণ বিএমইটি এবং ডিইএমও হলো নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, তারা যদি সেবা প্রদানের সাথে যুক্ত হয় তবে তাদের পর্যবেক্ষণের শক্তি বাধাগ্রস্থ হবে। আবার রিক্রুটিং এজেন্সি বিশাল ব্যয়ভার বহন করে ৬৪টি জেলায় অফিস খুলে দালাল নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়া বাস্তবসম্মত নয়। সেক্ষেত্রে বায়রা হতে পারে নিবন্ধন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ। বায়রা প্রতিটি জেলায় তার অফিস খুলে সেই অফিসের মাধ্যমে নিবন্ধনের প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে। প্রাথমিকভাবে অফিস প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমকে দাতা সংস্থাসমূহ অথবা সরকার অর্থনৈতিক সহযোগিতা করতে পারে। পরবর্তীতে সেবা গ্রহনের জন্য যে রিক্রুটিং এজেন্সি বায়রাকে নির্ধারিত ফি প্রদান করবে।

৬.২ দেশে থাকা পরিবারের উপর অভিবাসনের সামাজিক মূল্য

অভিবাসীদের দেশে রেখে যাওয়া সন্তান, স্বামী ও স্ত্রী'দের উপর অভিবাসনের সামাজিক মূল্য বিষয়ে পরিচালিত রামরু'র গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, তাদের বেশিরভাগকেই কোন না কোনভাবে মানসিক চাপের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। দেশে রেখে যাওয়া সন্তানেরা নানা সময়ে নিরাপত্তাহীনতা, একাকিত্ব, শারীরিকভাবে অসুস্থ অবস্থায় অভিবাসী বাবা বা মায়ের শূন্যতা অনুভব করে এবং মানসিক পীড়া ভোগ করে। অভিবাসী নারীদের দেশে থাকা স্বামীরাও সাহচর্যের অভাব, অতিরিক্ত গৃহস্থালি কাজের চাপ, স্ত্রীয়ের সাথে মতের অমিল ও বিদেশে অভিবাসী স্ত্রীদের অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পরার সম্ভাবনা এবং সন্তানদের অসুস্থতার সময়ে প্রচুর মানসিক চাপ বোধ করেন। পুরুষ অভিবাসীদের রেখে যাওয়া স্ত্রী'রাও একাকীত্ব, চলাচলের উপর স্বামীর পরিবারের নিয়ন্ত্রণ, সন্তানদের পড়াশুনা নিয়ে দুশ্চিন্তা, বিদেশে থাকা স্বামীর অন্য সম্পর্কে জড়িয়ে পরা নিয়ে চিন্তিত থাকেন। তবে, অধিকাংশ সময়েই এ ধরনের মানসিক চাপ থেকে উত্তরণের পথ অভিবাসী পরিবারের সদস্যরা নিজেরাই খুঁজে বের করেন। রামরুর এই গবেষণা অভিবাসীদের রেখে যাওয়া সন্তান, স্বামী বা স্ত্রী'দের অভিবাসন নীতিমালায় সন্নিবেশিত করতে সুপারিশ করেছে কারন, অভিবাসন সফল হয় অভিবাসী ও তার পরিবারের যৌথ ত্যাগ ও কার্যক্রমের মাধ্যমে। তাই অভিবাসন বিষয়ক পরিকল্পনায় শুধু অভিবাসীদের বিবেচনায় না নিয়ে পরিবারের সদস্যদেরও সম্পৃক্ত করতে হবে। অভিবাসীর অবর্তমানে চাপ মোকাবেলায় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সহায়তার বিকল্প নেই।

৭. সুপারিশ

- সৌদি আরবে কর্মরত নারী শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে সরকার এবং সিভিল সমাজ উভয়কেই আরো তৎপর হতে হবে। রিক্রুটিং এজেন্সিসমুহকে আরো দায়বদ্ধ করার পাশাপাশি ঐ দেশে কয়েকজন নারী অভিবাসীকে সেইফ হোমে রাখার ব্যবস্থা করে, স্থানীয় কোর্টে মামলা দায়ের করা প্রয়োজন। সিভিল সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলোকে তৎপর হতে

হবে। নিগ্রহের কেইস স্টাডি তৈরী করে তাদের ঘটনাগুলো আন্তর্জাতিক বহুপাক্ষিক ফোরামে তুলে ধরার ব্যবস্থা বাড়াতে হবে।

- দালালকে নিবন্ধিত করার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ দ্রুত বাস্তবায়ন প্রয়োজন। রামরু মনে করে বায়রা জেলা পর্যায়ে অফিস খুলে তার মাধ্যমে তার সদস্যভুক্ত এজেন্সিসমূহের দালালদের নিবন্ধনের ব্যবস্থা করার আহ্বান জানাচ্ছে।

- সৌদি আরব হতে শ্রমিকের দেশীয়করণের ফলে যারা ফিরে আসছে তাদের অনেকেই ঐ দেশে থাকা অবস্থায় বিভিন্ন পেশায় দক্ষতা অর্জন করেছে। তাদের দক্ষতাকে জাতীয় উন্নয়নে কাজে লাগাতে দ্রুত একটি ডাটা বেইজ তৈরী করা প্রয়োজন। সেই ডাটা বেইজ ব্যবহার করে তাদের বিভিন্ন প্রাইভেট সেক্টর/প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত করা সম্ভব হবে। একইসাথে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের পূনর্বাসন ঋণের সুযোগও তাদের দেয়া সম্ভব হবে।

- বিএমইটি বেশ কয়েক বছর ধরেই ঢাকাভিত্তিক সেবাগুলোকে বিকেন্দ্রীকরণ করছে। এই প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ভাল সেবাদানের জন্য বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদান করা দরকার। একইসাথে যারা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছে তাদেরকে দায়বদ্ধ করাও জরুরী।

- অভিবাসীর লাশ ফিরে এলে বাংলাদেশে তাদের পুনরায় ময়নাতদন্ত করার জন্য সকল সিভিল সমাজের প্রতিষ্ঠান দাবী করে আসছে। এটি করা হলে শ্রমিক গ্রহণকারী দেশের সাথে একজোট হয়ে দোষী ব্যক্তির শাস্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

- গাম্বিয়া কর্তৃক বিশ্ব আদালতে গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত মিয়ানমার সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশকে সক্রিয় কুটনৈতিক তৎপরতা বাড়িয়ে যেতে হবে। একইসাথে রোহিঙ্গা শরনার্থীদের বিভিন্ন গোষ্ঠী যেভাবে তাদের নিরাপত্তা হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করতে চায় তার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

- ভারতে এনআরসি'র প্রয়োগ এবং নাগরিকত্ব আইন সংশোধনী বাংলাদেশের জন্য একটি বড় সংকট বয়ে আনতে পারে। এই সংকট ঘনিভূত হতে না দেবার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের একটি সমন্বিত কূটনৈতিক কৌশল নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে দ্রুত সরকার, বিরোধীদল, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা প্রয়োজন।

Social Cost of Migration: the Left-behind Children

RMMRU

Manusher Jonno Foundation

UKaid
from the British people